দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ...

আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী

রাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন ছাত্রদের গণশপথ

রাবি রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী-কর্মচারীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান ৩০ জন শিক্ষক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল বেলা পৃঃ ২১ কঃ ৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১১টার দিকে রাবির সাবেক ও বর্তমান ৩০ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে মানববন্ধন করে। বেলা পৌনে ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচী চলে। এ সময় শিক্ষকরা আটক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শীঘ্রই নিঃশর্ত মুক্তির জন্য হাতে লেখা বিভিন্ন প্লাকার্ড ধারণ করেন। মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, রাবির সাবেক ভিসি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল খালেক, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, মিজান উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, এমএম আবু বকর, মলয় কুমার ভৌমিক, সেলিম রেজা নিউটন, দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, আব্দুল্লাহ আল মামুন, শামসুদ্দিন ইলিয়াস, ফেরদৌস আরা, রবিউল ইসলাম, ফায়েকউজ্জামান, সুজিত সরকার, নজরুল ইসলাম, মোস্তফা তারিকুল আহসান, শিশির ভট্টাচার্য, তারেক নূর, একেএম আব্দুল মতিন, আক্তার ফারুক, সুস্মিতা চক্রবর্তী, মোবাশ্বেরা শিরিকা প্রমুখ।

মানববন্ধন শেষে কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ইতিপূর্বে আমরা নানাভাবে শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে আটক শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে মানবিক আবেদন করেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। শিক্ষকদের আটক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম ধ্বংস হচ্ছে। সাবেক ভিসি অধ্যাপক আব্দুল খালেক বলেন, শিক্ষকরা শুধু ছাত্রদের পক্ষে কথা বলেছেন। এজন্য তাঁদের আটক করে জেলে রাখা মানবাধিকার লঙ্ঘন। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি আটক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

অন্যদিকে, একই দাবীতে 'কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ' নামের সংগঠনের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবনের সামনে অবস্থান ধারণ কর্মসূচী

মানববন্ধন

পালন করে। এরপর তারা রাবির শিক্ষার্থী-কর্মচারীর নিঃশর্ত মুক্তি ও ২২ আগস্টের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে ভিসি এম আলতাফ হোসেনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় শিক্ষার্থীরা ভিসির সাথে সাক্ষাৎকালে ভিসি তাদের কথা শোনেন এবং প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তবে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন ভিসি বরাবরের মতোই উদাসীনতা প্রদর্শন করে জানিয়েছেন, তার উপর অনেক চাপ রয়েছে। ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনের কাছে নানামুখী চাপ থাকার কথা স্বীকার করেন। তবে তার উদাসীনতার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করে জানিয়েছেন, তাদের সাথে সন্তোষজনক আলোচনাই হয়েছে।

ভিসির কাছে স্মারকলিপি প্রদানের পর দুপুর ১২টায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে সমবেত হয়ে 'কর্তৃত্ব-বিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ' নামের সংগঠনের শিক্ষার্থীরা গণশপথ কর্মসূচী পালন করে। এতে শপথ বাক্য পাঠ করান রাশেদ অধিকেরী। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের মানুষের বিজয়গাঁথা তুলে ধরে শপথে বলা হয়, আমরা মুক্তির অগ্র কাণ্ডাল, মুক্তির লড়াইয়ের উত্তরাধিকার। আমরা ছাত্র আন্দোলনের সেই প্রাঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে শপথ করছি, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আটক ও মামলাধীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবো।

শপথবাক্য পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগ বাড়িয়ে নিজে বাদী হয়ে যে মামলা দায়ের করেছে তা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই মঞ্চের ধারাবাহিক কর্মসূচী থাকবে। মঞ্চের সাধারণ সভা থেকে আজ (রোববার) পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।